আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের ত্যাগী অবহেলিত নেতাকর্মিদের ব্যানারে নৌকা মঞ্চ গঠন

” আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গার বঙ্গবন্ধু আদর্শে অনুপ্রাণিত তৃণমূল পর্যায়ের ত্যাগী, অবহেলিত নেতাকর্মী বৃন্দ”র ব্যানারে অনুষ্ঠিত এ মত বিনিময় সভায় আওয়ামীলীগের নৌকা মঞ্চ গঠন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় আলমডাঙ্গার থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় গঠিত কমিটিতে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ও সাবেক ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান কাউসার আহমেদ বাবলুকে আহ্ববায়ক ও জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমানকে সদস্য সচিব করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট এ মঞ্চ গঠন করা হয় ।

কমিটির যুগ্ন আহ্বায়ক করা হয়েছে পদ্মবিলা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার, কুতুবপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন টাইগার, ইউপি আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক রকিবুল হাসান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল।

কাউসার আহমেদ বাবলুর সভাপতিত্ব এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কালিদাসপুর ইউপির সাবেক সভাপতি জালাল হোসেন, বেলগাছি ইউপির সাবেক সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম, অগ্নিসেনাখ্যাত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মইন উদ্দীন আহমেদ, বাবুলাল দোবে,লাভলুর,ফজলুর রহমান,
খন্দকার বজলুর করিম,আবু তালেবসহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ বলেন, দুই হাজার আট সালে আওয়ামীলগকে ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারাই প্রত্যেকটা ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজকে আপনারাই দলের কাছে সবচেয়ে উপেক্ষিত। দুর্দিনের যারা নেতাকর্মি, তাদের কোথাও জায়গা নেই। যারা বিগত দিনে নৌকার বিরুদ্ধে ছিল, আজকে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি দলের পদ পদবী পাচ্ছে তারা।

চুয়াডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি পকেটে পুরে করা হচ্ছে। ইচ্ছামত

দল পরিচালনা করছেন।
বিগত দিনে আমরা দেখলাম জননেত্রী শেখ হাসিনা উপজেলা নির্বাচনে জিল্লুর রহমানকে নৌকা প্রতিক দিলো,জেলা থেকে বলা হলো এ নৌকা কাগজের নৌকা। নৌকাকে হারিয়ে দেওয়া হলো। সেই নির্বাচনে আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করেছিলাম। আমাদের অপরাধ আমরা নৌকার ভোট করেছি বলে আজ আমরা অবহেলিত। নির্যাতিত নিপীড়িত। বিভিন্ন ইউনিয়নে কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের একটা সদস্য পদও দেওয়া হয়নি।

যেহেতু আমরা আওয়ামী লীগ করি,এই অবস্থায় আমরা আর বসে থাকতে পারিনা। প্রয়োজনে আমরা দলের কান্ডারি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করবো।দলের এই অবস্থার কথা তুলে ধরবো।

দেশের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের বার্তা পৌছে দেওয়ার লক্ষে স্মার্ট কর্ণারের যাত্রা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো- চেয়ারম্যান কবির বিন আনোয়ার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশে উন্নীত হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের প্রতিটি কার্যালয়ে স্মার্টকর্ণার স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায়ে ও প্রতিটি কার্যালয়ে স্মার্ট কর্ণার স্থাপন করার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

শনিবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে স্মার্ট কর্ণার উদ্বোধন উপলক্ষে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, স্মার্ট কর্ণার স্থাপনের ফলে এখন থেকে প্রতিটি

জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ডিজিটাল সুবিধার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ, সরকারের উন্নয়ন, সাফল্য ও সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরে প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে। এ উদ্যোগের ফলে নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস ও তথ্য পাবে।

এ সময় তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিকে রুখে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের গতিকে আরও বেগবান করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশান প্রতিমন্ত্রী মো: ফরহাদ হোসেন এমপি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, তথ্য প্রযুক্তিবিদ সুফি ফারুক ইবনে আবু বকর, প্রকৌশলী মো: তানভীর হাসান তালাশ, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এর আগে ফিতা কেটে কবির বিন আনোয়ার জেলা আওয়ামী লীগের স্মার্ট কর্ণারের উদ্বোধন করেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির “রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ” কর্মসূচীর আওতায় দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক জেলা অফিসগুলোকে স্মার্ট কার্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে “স্মাটর্ কর্ণার” এর উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন

মো: রিয়াদ আজিমকে আহবায়ক ও মো: শাহিন ইসলাম তানিমকে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন

প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা কমিটি।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আশিকুর রহমান রবিন, কাজল দত্ত, মো: আশরাফুল ইসলাম, মো: আলাউদ্দীন, শোভন ফেরদৌস, মাকসুদুল আলম মিথেন, রিংকু মাহমুদ, মো: রাসেল অন্তর, মলিন খান, সাইদুল ইসলাম মানিক, রমা: চন্দন, মো: মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, মো: মিজানুর রহমান আবু, মো: নয়ন মনি, মাশরাফি আল নুর, মো: মুন্নাফ, নাহিদুজ্জামান নাহিদ, সোহানুর জামান খান জয় ও হিজল করিম।

গত ১৪ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক মো: আরিফুল ইসলাম সোবহান, সদস্য সচিটব বারিকল ইসলাম (লিজন) ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: মোবাশ্বের চৌধুরী স্বাক্ষরিত পত্রে আগামী দুই মাসের মধ্যে সকল ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশের সর্বত্র ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে : ডা: আমিনুল হক রতন

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় করেছেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও বিএমএ কুষ্টিয়ার শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন।

গতকাল কুষ্টিয়া শহরের বটতৈল ইউনিয়ন এলাকায় ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বর্তমান সরকারের নানান উন্নয়নচিত্র তুলে ধরেন এবং সুধীজনদের সাথে নৌকার পক্ষে জনসংযোগ ও মতবিনিময় করেন।

উঠান বৈঠকে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন বলেন, ‘বর্তমান সরকারের আমলে দেশের সর্বত্র ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এসব উন্নয়নের কথা দেশের মানুুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে। দেশটাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনেক আশা, অনেক

স্বপ্ন। তাঁর স্বপ্নগুলোকে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পেঁ◌ৗঁছে দিতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আজীবনের সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে অনেক রক্তের বিনিময়ে আমাদেরকে জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা ও একটি ভূখন্ড দিয়ে গেছেন। আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। বাঙ্গালী হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচয় দিতে পারছি। বঙ্গবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে অনেক স্বপ্ন অসাপ্ত রয়েছে। তাঁর সে স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বটতৈল ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান মিজান।

বটতৈল ইউনয়িনের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা জামাল মৃধা মেম্বারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোসাব মন্ডল, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কেরু বিশ্বাস, মোহাম্মদ মোজাহিদুন নবী, আনসার মৃধা, রনি আহমেদ, সাংবাদিক সুজন মাহামুদ প্রমুখসহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনসেবার বার্তা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন ডা: আমিনুল হক রতন।

ঝিনাইদহে জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদ) ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন স্তরের (১৯৭২-১৯৯১) সাবেক নেতৃবৃন্দের পুনর্মিলনী ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল থেকে দিনব্যাপী ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে

এই সভা ও স্মৃতি চারণ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও জাসদের স্থায়ী কমটির সদস্য মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান খুররম এর সঞ্চালনায় এই আলোচনা ও স্মৃতি চারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পুনর্মিলনী সভায় জেলা ছাত্রলীগ ও জাসদের সাবেক নেতা এপিপি এ্যাড.ইসমাইল হোসেন, এ্যাড.এ কে এম মনোয়ারুল হক লাল, এ্যাড. সাদাতুর রহমান হাদী, মনিরুজ্জামান জামান, মনিরুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর মাহবুবুর রহমান শেখর, এ্যাড. আসাদুজ্জামান, চন্দন চক্রবর্তী, শামীম আখতার বাবু, মনিরুজ্জামান মানিক, শাহানুর আলম, শরাফত হোসেনসহ অন্যান্য সাবেক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জাসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তাত্বিক নেতা সদ্য প্রয়াত সিরাজুল আলম খানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ছাত্রলীগের অতীত ঐতিহ্য ও বিভিন্ন আন্দলোন সংগ্রামে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখময় ও জয় পরাজয়ের স্মৃতি তুলে ধরে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন।

১৯৭২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যে সকল নেতারা জেলা শাখার নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের পুরাতন স্মৃতি রমন্থন করেন। আলোচনা শেষে মধ্যাহ্ন ভোজ ও আড্ডার মধ্যদিয়ে দিবসের কর্মসূচী শেষ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় কৃষকলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় সাবেক কৃষকলীগের সভানেত্রী সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে আটক করে পুলিশ।

জানাযায়, বুধবার সকালে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা চলছিলো। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিলো। সে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলো। এরমধ্যে সামসাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিলো। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে সে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতেই কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে কিলঘুষি সহ পায়ের স্যান্ডেল খুলে শিক্ষককে মারপিট করে। ভুক্তভোগী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন ।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অপমানকর। আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার আমাকে ডেকেছিল। তার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ভাবে বিকেলে থানায় মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শিক্ষকের দায়েরকৃত মামলায় সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আজ (বৃহস্পতিবার) কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলো আওয়ামীলীগের নেত্রী

স্কুলের ছাত্ররা রোদ্রে বাহিরে দাড়িয়ে থাকায় ক্ষোভে প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলেন আওয়ামীলীগ নেত্রী সামসাদ রানু। তিনি সাবেক আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্যানেল মেয়র। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা সরকারি

অভিযুক্ত সামসাদ রানু বলেন, বিদ্যালয়ের কক্ষ না খোলায় আমার ছেলে সহ প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী সকাল ৯টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। তীব্র তাপদহে শিক্ষার্থীরা হাসফাস অবস্থা। সোয়া ১০টার পর প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসলে আমি তার নিকট গিয়ে কক্ষের তালা খোলার কথা বলি। তিনি জানান, এই দায়িত্ব আমার না, সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস ও কর্মচারি সিদ্দীকের। তিনি আমাকে উলটো বলেন, সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা আপনাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। আমি তার জবাবে বললাম আমি এখানে কোন নেত্রী হিসেবে না, আমি অভিভাবক হিসেবে এসেছি। এরপরই আমি তার জামার কথা চেপে ধরে টেনে নিয়ে “তালা খোল” কক্ষের তালা খুলাইছি। তখন শিক্ষার্থীরা স্কাসে বসে।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নূর বলেন, এই বিষয়টি লোক মারফতে জেনেছি। প্রধান শিক্ষকও আমার নিকট মোবাইল করেছিল। আমি তাকে আমার কার্যালয়ে আসতে বলেছি। কেউ যদি অন্যায় করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। তবে কাউকে মারধর করাটা এটা চরম অন্যায়। অভিযোগ প্রমানিত হলে ওই নারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র তৃণমুল মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে আওয়ামীলীগ নেতা এম এ এস ইমনের উদ্যোগে গণ সংযোগ, বুকলেট ও প্রচারপত্র বিলি অব্যাহত রেখেছেন। গত তিন মাসে তৃণমুল পর্যায়ের মানুষের মাঝে প্রায় ৬০ হাজার বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বুকলেটে বর্তমান সরকার ও অতীতের বিএনপি সরকারের তুলনামুলক উন্নয়নচিত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরছেন ও নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন।

আওয়ামীলীগ নেতা এমএএস ইমন বলেন, ‘মানুষ সুখে থাকলে দুঃখের কথা ভুলে যায়। তাই উন্নয়নের কথা তাদের কাছে গিয়ে বলছি। দেশের উন্নয়নে ও জনগণের কল্যাণে আওয়ামীলীগ সরকার যেসব কর্মসূচি নিয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছি।’

‘আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতেও কাজ করছেন আওয়ামী লীগের এই নেতা।

তিনি বলেন, এসব কাজের মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগের জনসমর্থনও বাড়ছে। আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে এই কথাটি সবার মাঝে তুলে ধরছি।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগের শক্তি। সারাদেশে গৃহহীনদের জন্য সরকার ঘর করে দেওয়ার যে উদ্যোগ হাতে নিয়েছে ও যে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, তা তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় একইসঙ্গে বিধবা ও বয়স্কসহ যেসব ভাতা দেওয়া হয় সেগুলোও তুলে ধরছি।

গ্রামে-গঞ্জে সবার কাছে মাদকের কুফল তুলে ধরতে হবে। আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর খুনি, স্বাধীনতাবিরোধী, দুর্নীতিবাজ ও মাদক ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা হচ্ছে।

সরকারের আমলে আমাদের ‘গ্রামের রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সেগুলোও মানুষের মাঝে তুলে ধরছি।
তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের লক্ষ্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেছে বলেই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোলমডেল হয়েছে।’

এদিকে, এম এ এস ইমনের অনুপস্থিতেও তার বুকলেট ও তার পক্ষে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বেলাল হোসেন, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন, মাসুদ রানা, ফারুক হোসেন, সানারুল ইসলাম, ফাহিম, শিশির, সাজিদ, দেলোয়ারসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের সেই বিতর্কিত রুপাকে গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের বিতর্কিত নারী নিলুফার ইয়াসমীন রুপাকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন করেছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

গতকাল রবিবার (২৮ মে) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুন আহমেদ। এসময় বক্তব্য রাখেন আতাউর রহমান। মানববন্ধনে তারা ৫ দফা উল্লেখ করেন।

দফাগুলোর মধ্যে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিকে অসম্মান ও অবমাননা করে ব্যবহার। বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য ও আহবায়ক না হয়েও পদের অপ ব্যবহার নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে গার্ড অফ অনার গ্রহণ,বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে মেহেরপুর জেলার সম্মান হানি করছে, প্রতিবাদ করায় নেতাকর্মী ওসাংবাদিকদের নামে মামলা ও জীবন নাশের হুমকী প্রদান।

এর আগে রুপার বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে একটি মামলা দায়ের করেন সৈনিকলীগের সভাপতি তরুন আহমেদ।

এদিকে নিলুফার ইয়াসমীন রুপার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর শহরের সবচেয়ে আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কান্ডে চার্জশীট দিয়েছে পুলিশ।